# তাকওয়া মুসলিম জীবনের সর্বোত্তম পাথেয়

( বাংলা-bengali-البنغالية)

আব্দুল্লাহ শহীদ আব্দুর রহমান

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

1431هـ - 2010م

islamhouse.com

# ﴿ الـتـقـوى زاد المؤمن ﴾

**(باللغة البنغالية)**

عبد الله شهيد عبد الرحمن

مراجعة : إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

islamhouse.com

## তাকওয়া মুসলিম জীবনের  সর্বোত্তম পাথেয়

তাকওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, রক্ষা করা, সাবধানতা অবলম্বন করা।

শরয়ি পরিভাষায় তাকওয়া বলা হয়, আল্লাহর শাস্তি ও অসন্তুষ্টির কার্যকারণসমূহ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সাবধানতা অবলম্বন করা। সহজভাবে বললে বলা যায়, সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ-কে ভয় করার নাম তাকওয়া। সকল মুসলিমকেই তাকওয়া অবলম্বন করতে হয়। ঈমানের পরেই একজন মুমিনকে সর্বক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করতে হয় তার নাম তাকওয়া। আমরা ইবাদত-বন্দেগিসহ যেসব ভাল কাজ করি তা কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতেই সম্পাদন করি। ভাবি, আমি যা করছি তা আল্লাহ দেখছেন। তাই তা সুন্দর করে আদায় করতে হবে।

এমনিভাবে আমরা যখন পাপাচার থেকে বিরত থাকছি তখনও কিন্তু তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করেই বিরত থাকছি। পাপ কাজ করলে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন, শাস্তি দেবেন তাই পাপাচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না। এমন একটি ভাবনা নিয়ে আমরা পথ চলে থাকি। কাজেই তাকওয়া এমন একটি নীতি, একজন মুমিন ব্যক্তি একটি মুহূর্তও এ নীতির বাইরে কাটাতে পারে না।

তাকওয়া অবলম্বন সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

" হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ- কে ভয় কর, যথাযথ ভয়।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহ-কে ভয় কর।" (সূরা আত তাগাবুন, আয়াত ১৬)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ-কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (সূরা আল আহযাব, আয়াত ৭০)

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

"যে আল্লাহ-কে ভয় করবে তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিয্‌ক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।" (সূরা আত তালাক, আয়াত ২-৩)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদের জন্য ফুরকান প্রদান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের পাপসমূহ দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (সূরা আনফাল, আয়াত ২৯)

এ আয়াতগুলো থেকে আমরা যা শিখতে পারি ঃ

১- তাকওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। তাই আল্লাহ মুমিনদেরকে তাকওয়া অবলম্বন করতে আদেশ করেছেন।

২- প্রথম আয়াতে যথাযথ তাকওয়া অবলম্বন করতে বলা হয়েছে, আর দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে যথাসাধ্য তাকওয়া অবলম্বন করতে। দুই আয়াতের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। যথাযথ তাকওয়ারই ব্যাখ্যা হল যথাসাধ্য তাকওয়া। কারণ, আল্লাহ তাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন কিছুর আদেশ করেন না।

৩- তাকওয়া অবলম্বনের সাথে সাথে সঠিক কথা বলার আদেশ করা হয়েছে। কাজেই যিনি তাকওয়া অবলম্বন করবেন, তিনি সঠিক কথা বলবেন। ভাল কথা বলবেন। এমন কথা বলবেন, যা নিজের ও অন্যের জন্য উপকারী। নিজের বা অন্যের ক্ষতি করে এমন কথা কখনো সঠিক হতে পারে না। এমনিভাবে সনদ-সূত্রবিহীন বা লোকমুখে শোনা কথার

চর্চা করাও তাকওয়া পরিপন্থী, যা বলা উচিত নয়। কারণ ভিত্তিহীন কথা সঠিক কথা হতে পারে না।

৪- তাকওয়া অবলম্বন করলে সমাজে চলা যায় না। পৃথিবী তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। মানুষ তাকে বোকা ভাবে। সে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পড়ে যায়। সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না ইত্যাদি যারা মনে করেন, তাদের এমনসব ধারণার চিকিৎসা হচ্ছে,

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

যে আল্লাহ-কে ভয় করবে তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিয্ক দেবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না।"

অতএব কোনো অজুহাতে তাকওয়া বর্জন করার সুযোগ নেই। সূরা তালাকের এই আয়াতে তাকওয়ার ফজিলত বর্ণনা করা হল।

৫- সূরা আনফালের আয়াতেও তাকওয়ার ফজিলত ও ফলাফল বর্ণনা করা হয়েছে। তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা ফুরকান অর্থাৎ এমন দৃঢ়তা, বিচক্ষণ ক্ষমতা ও সুন্দর হিদায়াত সৃষ্টি করে দেবেন যার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা ও হক-বাতিলের পার্থক্য করা যাবে। (যুবদাতুত–তাফসীর) সাথে সাথে পাপসমূহ মিটিয়ে দেবেন ও ক্ষমা করবেন।

1- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي اللهُ عنه قال : قِيلَ : يا رسولَ اللهِ مَن أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قال : « أَتْقَاهُمْ » فقَالُوا : لَيْسَ عَنْ هَذا نَسْأَلُكَ ، قَالَ : « فيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابن نَبِيِّ اللهِ ابن نَبِيِّ اللهِ ابنِ خَلِيلِ اللهِ » . قَالُوا : لَيْسَ عن هَذَا نَسْأَلُكَ ، قال : فعَنْ مَعَادِنِ الْعَـرَب تسْأَلُونِي ؟ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الإِسلامِ إِذَا فَقُهُوا » متفقٌ عليه .

و « فَقُهُوا » بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهورِ ، وحُكِي كسْرُهَا . أَي : عَلِمُوا أَحْكَامَ الشَّرْعِ .

হাদীস - ১. আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, "যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা এ সম্পর্কে প্রশ্ন করছি না। তিনি বললেন, "তাহলে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হলেন আল্লাহর নবী ইউসুফ, যার পিতা নবী (ইয়াকুব) যার দাদা নবী (ইসহাক) যার পরদাদা হলেন নবী ইবরাহীম খলীলুল্লাহ।" সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা আপনাকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করছি না। তিনি বললেন, "তবে কি তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? জাহেলিয়াতের যুগে যারা উত্তম ছিল ইসলামেও তারা উত্তম। যদি তারা শিক্ষা লাভ করে।"

বর্ণনায় : বুখারি ও মুসলিম।

## হাদীসের কতিপয় শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ

১- আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হল যে সবচেয়ে বেশি তাকওয়া অবলম্বনকারী। যেমন আল্লাহ নিজেই বলেন,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে-ই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক তাকওয়া অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১৩)

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এ আয়াতের আলোকেই। এর দ্বারা সে সত্যই প্রমাণিত হলো যে, তিনি নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলেন না।

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى

"আর সে মনগড়া কথা বলে না।" সূরা আন নাজম, আয়াত ৩

২- কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হল, যার মধ্যে তাকওয়ার পরিমাণ যত বেশি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে সে তত বেশি প্রিয় ও সম্মানিত।

৩- ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা ছিলেন নবী ইয়াকুব আলাইহিস সালাম। তাঁর পিতা ছিলেন নবী ইসহাক আলাইহিস সালাম। তাঁর পিতা হলেন নবী ইবারহীম আলাইহিস সালাম। তাঁর চার পুরুষ নবী, সে হিসাবে তিনি বিশাল সম্মানের অধিকারী।

৪- সাহাবায়ে কেরাম বংশ মর্যাদার দিক দিয়ে আরবের সম্মানিত বংশ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তর দিলেন তার অর্থ হল, বংশ মানুষকে সম্মানিত করে না। আবার বংশ মানুষকে লাঞ্ছিতও করে না। মানুষকে সম্মানিত করে শিক্ষা। যে সঠিক শিক্ষা অর্জন করে, সে জাহেলি যুগের হলেও সম্মানিত হতে পারে। নিম্ন বংশের হলেও সম্মানিত হতে পারে। যদি কেউ সামাজিকভাবে সম্মানিত হতে চায়, তবে তাকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। সাথে সাথে নেক আমল করতে হবে। শিক্ষা ও নেক আমল ব্যতীত শুধু বংশ বা সম্পদের মাধ্যমে কেউ সামাজিকভাবে সম্মানিত হতে পারে না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কর্মে পিছনে পড়ে গেল বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারে না।"

এ হাদীসে মানবসম্পদ উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। সঠিক শিক্ষা ব্যতীত আদর্শ মানুষ হওয়া যায় না।

৫- জাহেলিয়াত ছেড়ে দিয়ে শুধু মুসলমান হলেই উত্তম মানুষ হওয়া যায় না। উত্তম মানুষ হতে হলে তাকে ইসলামি শিক্ষা অর্জন করতে হয়। এই শর্তই করা হয়েছে আলোচিত হাদীসে।

৬- একজন মানুষ যে জাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে পারদর্শী কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে তেমন জানে না, তাকে জাহেলি সমাজের ভাল মানুষ বলা যায়। কিন্তু যদি সে ইসলামি জ্ঞান অর্জন করে তাহলে সে ইসলামি সমাজের সর্বোত্তম মানুষে পরিণত হয়ে যায়। এই মর্মেই এ হাদীসে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

2- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي اللهُ عنه عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قال : « إنَّ الدُّنْيا حُلْوَةٌ خضِرَةٌ ، وإنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا . فينْظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ . فَاتَّقوا الدُّنْيَا واتَّقُوا النِّسَاءِ. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنةِ بَنِي إسْرَائيلَ كَانَتْ في النسَاء » رواه مسلم.

**হাদীস - ২. আবু সায়িদ খুদরি রা. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "পৃথিবী অবশ্যই মিষ্টি সুন্দর-সুবজ শ্যামল। আর আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। তিনি দেখবেন তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সাবধান থাকবে এবং নারীদের ব্যাপারেও সতর্ক থাকবে। কারণ বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথম ফিতনা (বিশৃংখলা) সৃষ্টি হয়েছিল নারীদের ব্যাপারে।"**

**বর্ণনায় : সহিহ্ মুসলিম**

**হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

**১- দুনিয়াকে আল্লাহ তাআলা মিষ্টি শষ্য-শ্যামল, চাকচিক্যময়, আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আখেরাত দুনিয়ার মত সবুজ শ্যামল নয়। এখানে মানুষের বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, প্রতিটি মানুষই স্বভাবগতভাবে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। দুনিয়ার মোহে মোহান্বিত হয়ে থাকে। যেহেতু তারা কেউ আখেরাতের সুখ শান্তি প্রত্যক্ষ করেনি তাই আখেরাতের আকর্ষণের সাথে দুনিয়ার তুলনা করা অর্থহীন।**

**২- দুনিয়া হল কর্মের স্থান। মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়াতে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পাঠিয়েছেন। তিনি সকল মানুষের কাজ-কর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন। তাদের কর্মের স্বাধীনতা দিয়ে তিনি পরীক্ষা করছেন, কে তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য তাঁর দেয়া বিধি-বিধান মেনে কাজ করে। আর কে নিজ প্রবৃত্তির চাহিদা মত চলাফেরা করে।**

৩- দুনিয়ার চাকচিক্য যেন মুসলমানদের ধোকায় না ফেলে। তারা যেন সবকিছুই দুনিয়ার বস্তু সামগ্রী দিয়ে বিচার না করে। হাদীসে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আরও বলা হয়েছে তাকওয়ার নীতি গ্রহণ করতে। অথচ আজ আমাদের অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে অর্থ উপার্জন, ব্যবসা বাণিজ্যের স্বার্থে আমরা যেন সবকিছুই করতে প্রস্তুত।

৪- নারীদের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে এ হাদীসে। আজ ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুরা নারীদেরকে নিজেদের স্বার্থে যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। তাদেরকে মানবতার মর্যাদাকর স্থান থেকে নামিয়ে পণ্যে পরিণত করেছে। নারী না হলে কোনো পণ্য যেন পণ্যের স্বীকৃতি পায় না। কোন অনুষ্ঠানই যেন তাদের ছাড়া জমে না। নারীদের দিয়ে মুসলিম দেশের নেতাদের নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। নারী স্বাধীনতা, নারীর সমঅধিকার, নারী আন্দোলন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে তাদের ব্যবহার করছে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী ও রাজনৈতিক স্বার্থে।

3- عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي اللهُ عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعفافَ والْغِنَى » رواه مسلم

হাদীস - ৩. ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, “হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি হিদায়াত, তাকওয়া, পবিত্রতা, মুখাপেক্ষিহীনতা ও স্বচ্ছলতা।”

বর্ণনায়ঃ মুসলিম

হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ

১- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহর কাছে যেসব বিষয় প্রার্থনা করতেন তার মধ্যে অবধারিতভাবে তাকওয়া অবলম্বন করার তাওফিকও প্রার্থনা করতেন।

২- এই হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, তিনি আল্লাহর কাছে চারটি বিষয় প্রার্থনা করেছেন। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি, হিদায়াত বা সঠিক পথের দিশা, মানুষের কাছে মুখাপেক্ষী না হওয়া ও আর্থিক সচ্ছলতা। সুতরাং মানব জীবনে এই চারটি বিষয়ের গুরুত্ব ও ফজিলত প্রমাণিত একান্ত স্পষ্টভাবে।

৩- সকল প্রকার হারাম থেকে পবিত্র থাকা, মানুষের কাছে হাত না পাতা, এবং নিজের প্রয়োজন ও অভাবের কথা মানুষের কাছে ব্যক্ত না করার নাম হল আফাফ। মানব জীবনে এটি মহা মূল্যবান একটি গুণ। যা অর্জন করেছিলেন উত্তম আদর্শেও মূর্তপ্রতীক মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং আপন উম্মতকে অর্জন করার জন্য উৎসাহ দিয়েছেন বিভিন্নভাবে।

৪- ভাল কাজের তাওফিক চেয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করার পাশাপাশি দরিদ্রতা থেকে মুক্তি চেয়ে ধনী হওয়ার প্রার্থনা করাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি অন্যতম আদর্শ।

4- عَنْ أَبِي طَرِيفٍ عدِيِّ بْنِ حاتِمٍ الطائِيِّ رضي اللهُ عنه قال : سمعت رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يقُولُ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يمِينٍ ثُمَّ رَأَى أَتقَى للهِ مِنْها فَلْيَأْتِ التَّقْوَى » رواه مسلم.

হাদীস - ৪. আবু তারীফ আদী ইবনু হাতেম তাঈ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি শপথ করল। অতঃপর সেই শপথ রক্ষার চেয়ে অধিকতর তাকওয়ার অন্য কোন আমল দেখতে পেল, তখন তার জন্য তাকওয়ার সে কাজটিই করা উচিত।"
বর্ণনায় ঃ মুসলিম

**হাদীসের শিক্ষনীয় কতিপয় বিষয় ও মাসায়েল ঃ**

**১- কেউ একটি কাজ করা বা ত্যাগ করার ক্ষেত্রে আল্লাহর নামে কসম করে বলল, আমি সেটি করবই। এরপর চিন্তা করে দেখতে পেল, কাজটি করার চেয়ে না করা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী। তখন তার উচিত হবে শপথকৃত কাজটি ত্যাগ করে কসমের কাফফারা আদায় করা। আর যাতে অধিকতর তাকওয়া রয়েছে সেটি আমলে নেয়া। যেমন কেউ কসম করে বলল, 'আমি অমুক ব্যক্তির সাথে কখনো কথা বলব না।' এটা তার শপথ। যা তাকে বাস্তবায়ন করতেই হবে। কিন্তু তাকওয়ার দাবী হল, ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বলা, সম্পর্ক ছিন্ন না করা। এখন তাকওয়ার নীতি অনুযায়ী তার কর্তব্য হল, কসম ভঙ্গ করে, কসমের কাফফারা আদায় করে দেয়া। আর সেই ব্যক্তির সাথে কথা না বলার অঙ্গীকার থেকে বেরিয়ে আসা।**

**২- তাকওয়ার গুরুত্ব প্রকাশ পেয়েছে এ হাদীসে। তাকওয়াকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শপথ ভঙ্গ করারও অনুমতি দেয়া হয়েছে।**

5- عنْ أبِي أُمَامَةَ صُدَيَّ بْنِ عَجْلانَ الْباهِلِيِّ رضي اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ رسول اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وسَلَّم يَخْطُبُ في حَجَّةِ الْودَاعِ فَقَالَ : « اتَّقُوا اللهَ ، وصَلُّوا خَمْسكُمْ ، وصُومُوا شَهْرَكمْ ، وأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ ، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ ، تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ » رواه التِّرْمذيُّ ، في آخر كتابِ الصلاةِ وقال : حديثٌ حسنٌ صحيح .

**হাদীস - ৫. আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান আল-বাহিলি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বিদায় হজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে খুতবা দিতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় কর। রমজানে সিয়াম পালন কর। নিজেদের সম্পদের যাকাত আদায় কর এবং নিজেদের শাসকবর্গের আনুগত্য কর। তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।"**

বর্ণনায় ঃ তিরমিজি

**হাদীসের শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

১- এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। এর মধ্যে তাকওয়া-কে সর্ব প্রথম উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা তিনি মুমিনদের জীবনে তাকওয়ার গুরুত্ব কত অপরিসীম তা বুঝিয়েছেন।

২- তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশের পর তিনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, রমজানের সিয়াম, যাকাত ও শাসকদের আনুগত্যের নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু তিনি হজের খুতবা দিচ্ছিলেন, উপস্থিত সকলে হজে ছিলেন, তাই হজের নির্দেশ উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

৩- শাসকদের আনুগত্য করা খুবই জরুরি বিষয়। তবে তা হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সীমারেখার মধ্যে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে তাদের আনুগত্য করা যাবে না।

৪- যারা এ সকল নির্দেশাবলী পালন করবে তারা জান্নাতের অধিকারী হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এই সুসংবাদ উচ্চারিত হয়েছে এই হাদীসে।

6- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت ، وأتبع السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن.

رواه أبو داود ورواه المنذري عن معاذ بن جبل.

**হাদীস - ৬.**

আবু জর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তুমি যেখানেই (যে অবস্থায়) থাকো না কেন আল্লাহকে ভয় করবে। খারাপ কাজের পর ভাল কাজ করবে। তাহলে

সেটি কৃত খারাপ কাজটিকে মুছে দেবে। আর মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করবে।
(বর্ণনায়ঃ আবু দাউদ)

**হাদীসের কতিপয় শিক্ষা ও মাসায়েল ঃ**

এক. সব জায়গায়, সব সময় ও সর্বাবস্থায় তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলার নির্দেশ দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ  সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

দুই. তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করে চলার পরও যদি কোনো মন্দ কাজ বা গুনাহ সঙ্ঘটিত হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথে একটি ভাল ও অনুমোদিত কাজ করতে হবে তাতে মন্দ কাজটি মুছে যাবে।

তিন. ভাল ও সৎ কাজ পাপ মুছে ফেলতে ভূমিকা রাখে। তাই সর্বদা পাপের চেয়ে ভাল কাজ যেন বেশি হয়। সময়, শ্রম ও অর্থ যাতে সৎকাজে বেশি ব্যয় হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

চার. তাকওয়ার নীতি অবলম্বন ও ভাল কাজ করার উপদেশ দেয়ার পর এমন একটি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যাতে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের ভিত্তি কি হবে তা বলে দিয়া হয়েছে। সদাচার তথা মানুষের জন্য যা কল্যাণকর ও সুন্দর সেটা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহর অধিকারের বিষয়ে যত্নবান হওয়ার সাথে সাথে হক্কুল ইবাদ বা মানবাধিকারের প্রতি যত্ন নিতে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

বিঃ দ্রঃ হাদীসগুলো ইমাম নববি রহ. সংকলিত রিয়াদুস সালেহীন কিতাব থেকে সংগৃহিত।

**সমাপ্ত**